<BNL36><Literature><Novel.....><1990><Book.><ঘরেরমধ্য><শংকরমুখো><0852>

বরদাপ্রসন্ন বললেন , " ভাবছেন নিশ্চয়্প ঠাকরে ম্যানসনের এ্প ঠাকুরটি কে ? অনেকে্প মশা্প প্রথমে্প ঠকে যায় । ভাবে নিশ্চয়্প কোন ধর্মস্থান - কালীঘাটের কাছে যখন নিশ্চয়্প কোন জাগ্রত পীঠস্থান হবে । কিন্তু ঠাকুরের ' ঠ ' এখানে নে্প । আসলে ম্লেচ্ছস্থান বলতে যা বোঝায় এ জায়গাটা তা্প । দেড় গজ দূরে গোমাংস বিক্রি হয় । তার পাশে্প সুঁড়িখানা । এমন জায়গায় কে ঠাকুরের নামে ম্যানসন বানালো লোকে ভাবে । "

বরদপ্রসন্নের কথার ভঙ্গি থেকে জানা গেলো , এ্প ম্যানসনের প্রতিষ্ঠাতা সাহেব নাকি এক সাহেব-গল্প লিখিয়ের খুব ভক্ত ছিলেন । তার লেখা গল্প উপন্যাস পেলে নাকি সাহেবের আর কিছু্প রুচতো না । মদ , মাংস , মেয়েমানুষ ফেলে সাহেব সে্প ঠাকরে সাহেবের লেখা গোগ্রাসে গিলতেন ।

" লেখাপড়া কিছু করেছেন ? " বরদাপ্রসন্ন এবার সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ।

লেখাপড়ার অভ্যাস এ্প চরম দারিদ্রের মধ্যেও সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারিনি । অবশ্য এর একটা কারণ , পৃথিবীর অন্য যে কোন আনন্দের জন্য্প খরচের প্রয়োজন । কিন্তু পকেটে একটি পয়সা না থাকলেও বড় বড় শহরে এখনও বিনামূল্যে ব্প পড়ার আনন্দ উপভোগ করা যায় । মনে পড়লো , একবার ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র ' এ টেল অফ টু সিটিজ ' এসেছিল । বন্ধুদের অনেকে টিকিট কেটে সে্প ছবি দেখতে গেলো । প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে আমার যাওয়া হলো না । কিন্তু সেদিন্প হাঁটতে হাঁটতে ফ্রি পাবলিক লা্পব্রেরীতে গিয়ে ডিকেন্সের উপন্যাসটি আমি সংগ্রহ করি , সমস্ত রাত

জেগে বম্প শেষ করে পরের দিন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের আলোচনায় যোগ দিম্প । বন্ধুরা বিশ্বাসম্প করে না যে আমি সিনেমা দেখি নি - বম্প পড়ে আমার মানসলোকে যে চলচ্চিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল তাতেম্প সিনেমা দেখার আনন্দ মিঁিয়েছিলাম ।

বরদাপ্রসন্ন মন্তব্য করলেন , " লেখাপড়া করে থাকলে নিশ্চয়ম্প ওর নাম শুনেছেন । কয়েক পা দূরে এম্প ফ্রী স্কুল স্ট্রীম্পে ওর জন্ম হয়েছিল । " উম্পলিয়াম মেসপিস থ্যাকারে , নামা মুহূর্তের মধ্যেম্প চোখের সামনে জ্বলে উঠলো । স্পংরেজী সাহিত্যকে নগর কলকাতার সবচেয়ে মূল্যবান উপহারের নাম থ্যাকারে ।

বরদাপ্রসন্ন জানালেন ওম্প থ্যাকারে সাহেবের নামেম্প এম্প ম্যানসনের নাম । এম্প থ্যাকারে যে কী করে পাকচক্রে ঠাকরে হলেন তা যীশুখ্রীষ্টম্প জানেন । থ্যাকারে আমার স□ূর্ণ অপরিচিত নন । এক সময় তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে তার সমকালীন লেখক ডিকেন্সের চেয়ে এক কাঠি এগিয়ে ছিলেন এ-কথাও আমার অজানা নয় । কয়েক যুগের বিস্মরণের পর তিনি আবার সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন , এ খবরও আমার কানে এসেছে ।

বরদাপ্রসন্ন বললেন , " লেখালেখির খবর আমি অত রাখি না । তবে ব্রাউন মেম সাহেবের কাছে শুনেছি ' ভ্যানিঁি ব্যাগ ' নামে নাকি মস্ত এক বম্প আছে ভদ্রলোকের । মেয়েদের ভ্যানিঁি ব্যাগ ব্যবহারের রেওয়াজ নিশ্চয়ম্প তখন থেকে চালু হয়েছে । "

" ` ভ্যানিঁি ব্যাগ ' নয় , ' ভ্যানিঁি ফেয়ার ' । "

" ওম্প হলো । যাহা চুয়ান্ন তাহা পঞ্চান্ন । কী বলেন ? "

বরদাপ্রসন্ন আরো বললেন , " ঐা খুব বেশিদিনের কাসুন্দি নয় । এম্প শতখানেক বছরের । ফ্রি স্কুল স্ট্রীঁের উপর থ্যাকারে সাহেবের জন্মস্থান ।

আপনাকে দেখিয়ে দেবো । কী একটা ইস্কুল না কলেজ আছে আর্মেনিয়ানদের ।
থ্যাকারে সাহেবের পৈত্রিক ভিটে এখনও কলকাতায় টিকে আছে । "
আমার অবগতির জন্য বরদাপ্রসন্ন বললেন , " হলদে রঙের ইস্কুল
বাড়িটার গেটের বাইরে একখানা কালো গ্রানাইট পাথরের উপর খোদাই
করা আছে - হিয়ার ওয়াজ বর্ন উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারে ।
সাল তারিখও হুড় হুড় করে শুনিয়ে দিলেন বরদাপ্রসন্ন : ১৮ই জুলাই ,
১৮১১ । "
" ভ্যানিটি ব্যাগে-ফ্যাগে আমার মশাই কোন আগ্রহ নেই । কিন্তু পাথরখানা
দেখে দেখে সন তারিখ আমার সব মুখস্ত হয়ে গেছে । আমাদের মদন আছে
না ? "
" মদন আবার কে ? " তার সঙ্গে তো পরিচয় হওয়ার সৌভাগ্য
আমার এখনও হয় নি ।
বরদাপ্রসন্ন মুখ বিকৃত করলেন , " আমাদের মদনা মশাই । এখানে
থাকলে তার সঙ্গে আপনার আলাপ হবেই । ওই মদনা প্রতি সন্ধ্যেয়
থ্যাকারে সাহেবের পাথরখানার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেই । "
একটু নিশ্বাস নিলেন বরদাপ্রসন্ন । " মদনাকে আমি কতবার বকেছি ।
আমার পায়ের ধুলো খেয়ে দিব্যি করেছে সে আর ওখানে দাঁড়াবে না ।
কিন্তু ভবি ভুলবার নয় । "
মদন ওরফে মদনা সম্পর্কে আমার কৌতুহল বাড়ছে ।
বরদাপ্রসন্ন বললেন , " পরশুদিনও দেখলাম , একখানা ফুলহাতা বুশশার্ট
ও ছুঁচালো প্যান্ট পরে ওই পাথর খানার সামনে মদনা শিকার ধরবার জন্য
ওৎ পেতে বসে আছে । রাস্তার ইলেকট্রিকের আলো ওই কালো কুচকুচে
পাথরখানার উপর এসে পড়েছে । উইলিয়াম বলুন থ্যাকারে বলুন সাহেবী

নামের একটা অর্থ বোঝা যায় । কিন্তু ওই মধ্যনাম - মেকপিস - কথাটা কিরকম যেন কানে বেসুরো বাজে ! "

আমার মনে পড়লো নেপোলিয়নী বিক্রমে যখন প্রবল প্রতাপান্বিত ফরাসী সরকার তখন উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারের জন্ম । আমাদের রিপন কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক শুধাংশু সেনগুপ্ত থ্যাকারে ভক্ত ছিলেন । সম্রাট তৃতীয় জর্জের কাহিনী পড়াতে পড়াতে তিনি থ্যাকারের জীবনের নানা ঘটনা বলতেন । বিশেষ করে মেকপিস - অর্থাৎ নেপোলিয়নের সঙ্গে মিটমাট করে শান্তি ফিরিয়ে আনো - এরকম কী যেন একটা বলেছিলেন । ১৮১১ সালে পৃথিবীর ইতিহাসে দুটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল : এক , সম্রাট নেপোলিয়নের পুত্র সন্তান লাভ ও দুই , উইলিয়াম মেকপিস থ্যাকারের জন্ম ।

বরদাপ্রসন্ন বললেন , " অতশত বুঝি না । মদনাকে আমি সেদিনও বকুনি লাগালাম । হারামজাদা , তোর সাহস তো কম নয় । তুই বিদ্যাস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে পাপকর্ম করছিস । ওই ঠাকরে সায়েবের ভুত কোন দিন তোর ঘাড় ভাঙবে মড়মড় করে - তোর রক্ত চুষে খাবে । "

" কিন্তু দুঃখের কথা কি বলবো আপনাকে , হতভাগা ওই মদনা আমাকে একটুও পাত্তা দিল না । উল্টো মুলোর মতো দাঁতগুলো বের করে নির্লজ্জ বেহায়ার মতো হাসতে লাগলো । " //

" প্রাণে বেঁচেছিল , এই যথেষ্ট । " আমি স্বস্তি প্রকাশ করলাম ।

" আপনি মশাই ঘোড়া সোসাইটির কিছুই জানেন না । " সাতষট্টি শতাংশ বিরক্তির সঙ্গে তেত্রিশ শতাংশ বকুনি মিশিয়ে মন্তব্য করলেন বয়োজ্যেষ্ঠ বরদাপ্রসন্ন ।

আমাকে তিনি বোঝালেন , " এখানে অনেক ঘোড়দৌড় এক্সপার্ট আছে - তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবো'খন । রেসের ঘোড়া আর

ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া এক নয় , বুঝলেন ? " পোড়া ঘোড়ার চেয়ে মরা ঘোড়া যে বেটার তা বরদাপ্রসন্ন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন । কিন্তু এই সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না দেখে ভদ্রলোক বিরক্তি প্রকাশ করলেন ।

বললেন , " শুনে রাখুন , রেসিং ওয়ার্লডে খোঁড়া ঘোড়ার কোন দাম নেই - সুতরাং তাকে ডেসট্রয় করতে হবে । আর ডেসট্রয় করা মানে খরচাপতি । সুতরাং বুঝতেই পারছেন কেন মরা ঘোড়া ইজ বেটার দ্যান পোড়া ঘোড়া । "

" তিন মাস আগে তিনখানা ভেরি হাই ফ্যামিলির ঘোড়া অস্ট্রেলিয়া থেকে মার্টিনি সাহেব অনেক টাকা খরচ করে আনিয়েছিলেন । আস্তাবলে আরও অনেকের ঘোড়া ছিল , কারুর কিছু হলো না - বেছে বেছে কেবল মার্টিনি সাহেবের তিনখানা ঘোড়া দাগী হয়ে গেলো । "

মেমসাহেব বিদায় নেবার তিন মাস পরেই যে ব্যাপারটা ঘটল তা করুণা প্রসন্নের দৃষ্টি এড়ায় নি । শান্তি স্বস্ত্যয়ন ছাড়া যে গতি নেই তা তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন । কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ? বদমেজাজী মার্টিনি সাহেবের কাছে কে এই পূজো-আচ্চার প্রস্তাব তুলবে ?

বউ হারিয়ে , ঘোড়া পুড়িয়ে সাহেব তখনও টগবগ করছেন , রোজ নতুন বাড়ির খোঁজ করতে এ-পাড়ায় আসেন ।

বাড়ি তৈরী প্রায় শেষ । বাড়ির ছাদে জলের ট্যাঙ্ক বসেছে , বিলেত থেকে ইলেকট্রিক মোটর পাম্পও এসে গিয়েছে । এই যন্তরের জোরে পাতালের জল সোজা স্বর্গে উঠে যাবে ।

থ্যাকারে ম্যানসনের নতুন ম্যানেজার হয়েছেন করুণাপ্রসন্ন । এ-বাড়ির ভিত খোঁড়া থেকে সব কাজকর্ম যিনি নিজে করছেন , এ সম্মান অবশ্যই তার প্রাপ্য । করুণাপ্রসন্ন সবিনয়ে একদিন মার্টিনি সাহেবকে নিবেদন করলেন ,

" শুভদিন দেখে গৃহপ্রবেশের পূজো৷া সেরে ফেলা যাক । " গৃহস্বামীকে তিন দিন তিন রাত নতুন বাড়িতে বসবাসেরও অনুরোধ জানালেন করুণাপ্রসন্ন ।
কিন্তু গরীবের কথা তো আর মেজাজী সাহেবের কানে গেল না । মাঁনি সাহেবের তখন নতুন বন্ধু হয়েছে কলকাতার বিখ্যাত স্পহুদি এস্টে এজেন্ট রর্বা কোহেন ।
" এস্টে এজেন্ট বোঝেন তো ? " বরদাপ্রসন্ন আমাকে প্রশ্ন করলেন ।
এম্প ধরনের এজেন্টের কী ধরনের কাজ কারবার আমার ভালো করে জানা নেম্প ।
বরদাপ্রসন্ন বললেন , " বাড়ি কেনা বেচা , ভাড়া দেওয়া থেকে শুরু করে বিষয় স□ত্তি তদ্বির তদারকীর সব কাজ এম্পসব এজেন্ট করে থাকেন ।
এখনও নানা কো□ানি এম্প লাম্পনে খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছেন । "
আমার মনে পড়ে গেলো , অনেকদিন আগে ্যালবট কো□ানির আপিসে একবার গিয়েছিলাম । এক সময় এসপ্ল্যানেডের এম্প াওয়ার হাউসম্প ছিল কলকাতার সবচেয়ে উঁচু বাড়ি ।
বরদাপ্রসন্ন বিরক্তভাবে মন্তব্য করলেন , " নিশ্চয়ম্প কোন খাস সাহেবের সাথে ওখানে যান নি । "
বরদাপ্রসন্ন ঠিকম্প আন্দাজ করেছেন , আমি গিয়েছিলাম এক পূর্ববঙ্গীয় বন্ধুর সঙ্গে । কিন্তু বরদাবাবু কি করে বুঝলেন ?
একগাল হেসে তিনি বললেন , " এর মধ্যে হস্তরেখা বা কোষ্ঠিবিচারের কিছুম্প নেম্প । স্রেফ ু প্লাস ু স্পজিকু ফোর - অঙ্কের ফরমুলায় । "
রহস্য উন্মোচনের আশায় আমি আরও উজ্জ্বুক হয়ে উঠলাম ।
বরদাপ্রসন্ন ব্যাখ্যা করলেন , " দিশী লোকেরা বলে থাকে ্যালবট । কিন্তু খাঁি সাহেবরা উচ্চারণ করেন ালবৌ । " প্রকৃত উচ্চারণ দেখাতে গিয়ে বরদাপ্রসন্ন গলা দিয়ে কি রকম ঘড়-ঘড় আওয়াজ বের করলেন । তারপর

আমাকেও সঠিক নাম উচ্চারণে উত্সাহিত করলেন । বললেন , " চিঁড়ে ও মুড়িখেগোদের কম্মো নয় , স্যার । গোরু , মোষ , মদ অনর্গল পেটে না পড়লে এ-সব স্পংরেজী উচ্চারণ সঠিকভাবে গলা দিয়ে বেরোয় না । "

" আপনার তো বেরুচ্ছে । " আমার এম্প মন্তব্যে হুঙ্কার ছাড়লেন বরদাপ্রসন্ন হালদার । " আমার কথা আলাদা । চাকরি বাঁচাবার দায়ে আমাকে সঠিক উচ্চারণের রিহার্শল দিতে হয়েছিল । "

গলার ভল্যুম কমিয়ে দিলেন বরদাপ্রসন্ন । " আপনাকে আমার বলতে বাধা নেস্প , সেবার যে গুজব উঠলো এ-বাড়ির ম্যানেজমেন্টের দ্বায়িত্ব লবী কো[illegible]ানিকে দেওয়া হবে । আমরা তখনো সরল মনে আপনার মতো ্যালবী-্যালবী উচ্চারণ করে যাচ্ছি । খরব পেয়েস্প রিহার্শল দিয়ে নিলুম - শেষ পর্য্যন্ত কী যে হলো , এম্প স[illegible]ত্তির দ্বায়িত্ব লবীর কাছে গেলো না । "

কোহেন প্রসঙ্গে ফিরে আসবার জন্য বরদাপ্রসন্নকে মনে করিয়ে দিতে হলো । বরদাপ্রসন্ন বললেন , " যা বলছিলুম , নিজের স্বার্থে স্পহুদি কোহেন তখন মার্নি সাহেবকে খুব ভজাচ্ছেন । দুদিন সাহেবের সাথে ালিগঞ্জের আর-সি-জি-সিতে ডাণ্ডাগুলি খেললেন - তারপর একদিন সাহেবকে নিয়ে চলে গেলন সল্টলেকে পাখী মারবার জন্য । "

" মার্নি সাহেবের ওস্প মহৎ দোষ । বন্ধুত্ব হলে তার সাতখুন মাপ । কোহেনের সঙ্গে তখন সাহেবের গলায় গলায় ভাব । করুনাপ্রসন্নর প্রস্তাবা আলোচনা করবার লোক পেলেন না মার্নি সাহেব - কোহেনের সঙ্গেস্প শলাপরামর্শ হলো । "

বরদাপ্রসন্ন এবার মন্তব্য করলেন , " বিনাশকালে বিকৃতবুদ্ধি । তখন মিষ্টি উপদেশও তেতো লাগে , বন্ধুকে মনে হয় শত্রু , আর শত্রুকে মনে হয় আপনজন । "

স্পহুদি কোহেন সাহেব করুণাপ্রসন্নর অনুরোধ ফুত্কারে উড়িয়ে দিলেন ।
পরামর্শ দিলেন , " স্পফ স্পয়োর বাবু ৗ-পাস্পস কামাতে চায় , ওকে কয়েক ৗা ৗাকা বকশিস দাও । হোয়া ৗ আস্প সাজে ৗ স্পজ প্রপার হাউস ওয়ার্মিং । "
" বাড়ি গরম মানেস্প বুঝতে পারছেন , " ৗিপ্পনী কা ৗলেন বরদাপ্রসন্ন ।
কলকাতার এস্প নতুন ধরনের ছা ৗ বাড়ি কেষ্ট-বিষ্টুদের দেখাবার জন্য স্পেশাল আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করলেন । তৈরী হলো বন্ধু-বান্ধবদের স্পেশাল লিষ্টি । কোহেন সাহেব মতলব দিলেন , এর ফলে ভালো প্রচার হবে এবং শাঁসালো ভাড়া ৗে পাবার সুবিধে হবে । //
বুঝলাম এ বাড়িতে রামসিংহাসনের বিশেষ এক ৗা পজিশন আছে ।
মনে পড়লো , হাস্পকো ৗ পাড়ায় বারওয়েল সাহেবের কাছে স্পণ্ডিয়ার বড়লা ৗ ও কমাণ্ডার-স্পন-চীফের স□র্কে গল্প শুনেছিলাম । স্পংরেজ আমলের প্রথম দিকে , মহামান্য বড়লা ৗ যতস্প পরাক্রমশালী হোক না কেন , সি-স্পন-সিকে সবসময় আয়ত্বে আনতে পারতেন না । বড়লা ৗকে ডিঙিয়ে সমুদ্রের ওপারের অধিশ্বরদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার স্বাধীনতা সি-স্পন-সির ছিল । এ বিষয়ে অনেক বড়লা ৗ খুব সন্তুষ্ট ছিলেন না ।
গুজব শুনেছি , কোন কোন প্রধান সেনাপতি বড়লা ৗের চেয়েও শক্তিমান ছিলেন , এবং তার সঙ্গে শক্তির পাঞ্জা লড়তে গিয়ে কোন কোন বড়লা ৗ অপমানিত ও পরাজিত হয়েছেন । প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় একজন বড়লা ৗকে চাকরি ছেড়ে বিলেতে ফিরে যেতে হয়েছিল ।
মনে মনে আমি বরদাপ্রসন্ন ও রামসিংহাসনকে যথাক্রমে ভাস্পসরয় ও সি-স্পন-সির উচ্চাসনে বসিয়ে দিলাম । সাডার স্ট্রী ৗে এস্প পরিবেশে প্রতিরক্ষার গুরুত্ব কোনক্রমেস্প অস্বীকার করা যায় না ।
বরদাপ্রসন্ন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন , " কিছু ভাবছেন ? "

কী ভাবছি বললে ভদ্রলোক এখনি মাথায় হাত দিয়ে বসবেন । সুতরাং মৃদু হেসে চুপ করে রইলাম ।

শেল্ফ আলমারির মাথায় যে একটা ম্যান্টেলপীস ঘড়ি ছিল তা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি । হঠাৎ ঘড়ির এলার্ম ঘণ্টা তারস্বরে বেজে উঠলো - ঠিক যেন দমকলের শব্দ । এ রকম এলার্ম ঘণ্টাধ্বনি জীবনে শুনিনি ।

বরদাপ্রসন্ন তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন । " একদম ভুলে গেছিলাম । কেলেঙ্কারি হয়ে যাচ্ছিল আর কি ! কি ভাগ্যে কলকালি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রেখেছে । " ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না ।

বরদাপ্রসন্ন বললেন , " কলকালির মতো মানুষ হয় না । কলকালি আমাদের এই বাড়ির জলের কল সারায় । তেলকালিবাবুর সঙ্গে তো আপনার আলাপ হয়েছে - কলকালির সঙ্গেও আপনার দেখা হবে । রোববারের সন্ধ্যে বেলায় ওকে একটু পাওয়া মুশকিল । সূর্য্য ডোবার আগেই হুই করে পালায় , কিন্তু দেখুন নিজের কাজটি ঠিক করে রেখে গেছে । এতক্ষণে আমার নিজের ঘরেও নিশ্চয়ই এলার্ম ঘড়ি বাজছে । "

হঠাৎ এলার্ম কেন বাজলো ? এবং বাজলেও একই সঙ্গে দু'ঘরে কেন ?

বরদাপ্রসন্ন ততক্ষণ নতুন রহস্য সৃষ্টি করেছেন , " ঘড়ির এলার্মখানা কেমন শুনলেন ? আপনার ঘুম গাঢ় না পাতলা ? "

" ঘুমটা আমার গাঢ়ই বলা যেতে পারে । " এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ঘুমের ব্যাপারে ঈশ্বর আজও আমার প্রতি কোন কার্পণ্য করেন নি ।

বরদাপ্রসন্ন খুশী হলেন । " কোন চিন্তা নেই । কলকালিকে বলে দেবো'খন এই ঘড়িটা আপনার ঘরে রেখে আসতে । আমার তো শুধু রবিবার সন্ধ্যায় দরকার । "

ঘড়ির বাজনাখানি যে মোক্ষম তা বরদাপ্রসন্নকে জানিয়ে দিলাম ।

মরা মনুষও এম্প ঘড়ির বাজনায় জেগে বিছানায় উঠে বসবে ।
একগাল হেসে বরদাপ্রসন্ন বললেন , " এমন জিনিস কোথাও পাবেন না ।
কালা কিসন সায়েব বিলেতে যাবার আগে আমার কাছে জমা রেখে গিয়েছেন । "
আন্দাজ করছি কিসন সাহেব বরদাপ্রসন্নের বিশেষ পরিচিত - হয়তো
এম্প থ্যাকারে ম্যানসনের বাসিন্দা ছিলেন তিনি ।
বরদাপ্রসন্ন বললেন , " একে কালা তায় ভীষণ ঘুমকাতুরে ছিলেন এম্প
কিসন সাহেব । সেবার , ওম্প ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠতে না পারার জন্য
সায়েবের জীবনে অমন কাণ্ড হয়ে গেলো । সে এক বিরাী ব্যাপার । আপনাকে
পরে একদিন সেম্প গপ্পো বলবো'খন । তা সেবারের সেম্প ঘানার পরে কিসান
সায়েব স্পেশালি অর্ডার দিয়ে এলার্ম ঘড়ি এনেছিলেন । যাবার সময় আমার
কাছে জিম্মা রেখে গিয়েছেন । "
এম্প ঘড়ি যে বরদাপ্রসন্নের বেশ কাজে লাগছে তাও শুনলাম । ঘর থেকে
বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন , " আমিও ভুলো লোক । সেবার এম্প
অপিসে বসে বাড়ি ভাড়ার হিসেব করতে করতে ভুলেম্প গিয়েছি রবিবারের
সন্ধ্যে আাার সময় আমার স্পেশাল পূজো আছে । নিয়মের পূজো - হু
করে বাদ হলেম্প হলো না । তিনদিন নিরম্বু উপবাস করে আমাকে অনাচারের
প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো । আমার সেম্প অবস্থা দেখে বেচারা কলকালির মনে
দয়া হলো । বললো , " সরকারমশাম্প আপনি ভাববেন না । রবিবারের পূজো
আপনি আর কখনো ভুলবেন না । আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখবো । "
আমি বরদাপ্রসন্নের মুখের দিকে একভাবে তাকিয়ে আছি । তিনি বললেন ,
" কলকালি জানে , আমি হয় নিজের ঘরে বা এম্প অপিস ঘরে রবিবারের
সন্ধ্যেবেলায় বসি । তাম্প দুাো ঘরে দু খানা এলার্ম ঘড়ি বসিয়ে দিয়েছে ।
এ-ঘড়িাা তো আমার কাছে ছিলম্প - আর একাা ঘড়ি কোথা থেকে ধার

করে এনেছে ।"

বরদাপ্রসন্ন বললেন , " চিরকালের পূজো নয় । অনেকটা ব্রতর মতো - তেরো সপ্তাহ প্রতি রোববার সন্ধ্যা আটটার সময় আমাকে আসনে বসতে হয় । "

বরদাপ্রসন্ন ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন , " কিছু মনে করবেন না । পূজোয় বসার আগে আমাকে নখ কাটতে হবে ও স্নান সেরে নিতে হবে । "

বরদাপ্রসন্ন রামসিংহাসনের উপর আমার দ্বায়িত্ব অর্পণ করলেন ।

" রামসিংহাসন তুমি সাহেবকে সব বুঝিয়ে দাও , আমি চলি । "

রামসিংহাসন প্রতিশ্রুতি দিল সে যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমার সম্বন্ধে সরকারমশায়ের কোনো চিন্তা নেই ।

কিন্তু বরদাপ্রসন্নের দেহ থ্যাকারে ম্যানসনের উঠোনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্রই রামসিংহাসনের চোখ-মুখের ভাব পাল্টে গেলো । সে আমাকে জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না যে সরকারমশায়ের হাবভাবের কিছুই সে বোঝে না । ইদানিং পূজো-আচ্চার পরিমাণ বড়ই বেড়ে চলেছে । দেবদ্বিজে ভক্তি রামসিংহাসনেরও আছে , কিন্তু সরকারমশায়ের মতো সে রামসীতা হনুমানের পায়ে এতো জড়িয়ে পড়তে রাজী নয় ।

রামসিংহাসন এবার ড্রয়ার থেকে একটা টর্চ বের করলো । এই সাইজের টর্চ সরচাচর চোখে পড়ে না । আলো জ্বালানো ও শত্রুর মাথা-ভাঙা দু'কাজেই জিনিসটাকে সমান সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

রামসিংহাসন আমাকে নিয়ে বাড়িটা দেখতে বেরোবার ইচ্ছা প্রকাশ করলো । আমার অবশ্যই আপত্তি থাকবার কথা নয় ।

এই সময় চা-বালকটি এঁটো কাপের সন্ধানে ফিরে এলো । আমি পকেট থেকে পয়সা বের করতে গেলাম । রামসিংহাসন হাঁ-হাঁ করে উঠলো - এই চায়ের দ্বায়িত্ব সে বহন করতে চায় । //

দুধের বাজার বসে হাওড়া ষ্টেশনে এবং নতুন বাজারে , পুরানো কাপড়ের দোকান বসে কলাবাগান বস্তির কাছে , গোরু ছাগলের বাজার বসে খিদিরপুরে - কিন্তু এখনও যে কলকাতায় মানুষের বাজার বসে তা আমার জানা ছিল না । শুধু শুনেছি গত শতাব্দীতেও কলকাতার মুর্গীহাটায় ক্রীতদাস কেনা-বেচার বাজার বসতো । নিজেদের পছন্দ মতো দিশি কিংবা কাফ্রি স্লেভ কেনবার জন্য সাহেব-মেমরা এস্প বাজারে আসতেন । কিন্তু এখনকার মানুষ বাজারে কী হয় ?

হোয়াম্পি-ওয়ে ল্যাডলোর কাছে রাস্তা পেরোতে পেরোতে বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন , " এস্প বাজারে নিজেদের দরকার মতো সব রকম মানুষ পাবেন না । এখানে কেবল পাবেন রাজমিস্ত্রি , ছুতোর মিস্ত্রি ও জোগাড়ে । "

এসপ্লানেডের বুকের উপর খোলা মাঠে মানুষের বাজার বসেছে ।

চৌরঙ্গী পেরিয়ে পশ্চিম দিকে আসতে আসতে বরদাপ্রসন্ন বললেন , " কলকাতার বিগেষ্ট মানুষ-মার্কেট । পছন্দ করে নিতে পারলে , ন্যায্য দামে খুব ভালো জিনিস পেয়ে যাবেন এখানে । "

আমি দেখলাম , ভোরবেলায় এসপ্লানেডে কয়েক শ' লোকের হাট বসেছে । লুঙ্গি আর গেঞ্জি , পাজামা আর শার্ট , ফতুয়া আর ধুতি পরে সারে-সারে লোক অধীর আগ্রহে বসে আছে । তাদের সামনে কয়েকটা ছোট ছোট রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি । কিছু ক্রেতাও গম্ভীরভাবে ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং মাঝে মাঝে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে বিভিন্ন পণ্যের দিকে তাকিয়ে দেখছে ।

বরদাপ্রসন্নকে দেখে কয়েকজন পণ্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো , " আসুন না স্যার । কী দরকার ? "

বরদাপ্রসন্ন গম্ভীরভাবে বললেন , " না বাপধন , আজ আমার রাজমিস্ত্রির দরকার নেস্প । "

বরদাপ্রসন্নের কথা শুনে ওরা বিশ্বাস করলো বলে মনে হলো না । ভালো বাংলায় বললো , " বাজার আজ মন্দা , তাই ডাকছি । পঞ্চাশ লোক সবদিন পাবেন না । "

আমার মনে হলো শত শত বছর আগের কোনো রোমান মানুষ-বাজারে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি ।

কোনো রকম আগ্রহ নেই এমন ভাব দেখিয়ে বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন , " বাজার দর কত যাচ্ছে ? "

চাপা গলায় একটি লোক ইটের উপর বসে থেকেই উত্তর দিলো , " ছ টাকা , তিন টাকা । "

বরদাপ্রসন্ন বললেন , " ডিমাণ্ড থাক আর না থাক , দর পড়ে না । রাজমিস্ত্রি ছ টাকা রোজ , আর জোগাড়ে তিন টাকা । "

একটু এগোলেন বরদাপ্রসন্ন । ফিস ফিস করে বললেন , " ওই দাম হাঁকছে । কিন্তু একটু চাপ দিলেই পেয়ে যাবেন পাঁচ টাকা বারো আনা ; পৌনে তিন টাকা রেট । "

এইসব দৃশ্য আমার দেখতে ভালো লাগে না । দরদস্তুর করে নিয়ে নিলেই পারতেন বরদাপ্রসন্ন । উনি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন , " ভেজাল মালে বাজার বোঝাই । হাতে একখানা কর্ণিক নিয়ে বসলেই জোগাড়ে মিস্ত্রি হয় না , মশাই । ভালো মিস্ত্রি চান তো তাহলে আপনাকে আরো সকাল-সকাল আসতে হবে । সেসব জিনিস পড়ে থাকে না । বাজারে আসা মাত্রই বড় বড় পার্টিরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায় । তারা দরও কমাবে না । "

বাজারের মধ্যে একটা দ্রুত চক্কর দিলেন বরদাপ্রসন্ন । বললেন , " আমার রাজমিস্ত্রির দরকার নেই । চলুন ছুতার মার্কেট । "

একটু দূরে কয়েকজনকে দেখা গেলো - যাদের সামনে কাঠের যন্ত্রপাতি ।

অভিজ্ঞ বরদাপ্রসন্ন বললেন , " আজ বাজার চড়া মনে হচ্ছে - ছুতোরের সাপ্লাই নেই বললেই চলে । "

ছুতোরদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে বরদাপ্রসন্নের মন্তব্য , " এদের বাজার ভালো হবে না তো কাদের হবে ? আজকাল কাঠের যা অবস্থা । সিজন না করা সাল সেগুনে কাজকর্ম হচ্ছে । ফলে রিপেয়ার লেগেই আছে । প্রতি বাড়িতে একজন হোলটাইম ছুতোর রাখতে পারলে ভালো হয় । "

একটি লোক বরদাপ্রসন্নের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বললো , " নমস্কার হুজুর । "

বরদাপ্রসন্ন তার নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন , কিন্তু আপন মনেই বললেন , " তোমাকে আর নিচ্ছি বটে । সেবার আমার তিনখানা পাল্লার বারোটা বাজিয়ে দিয়ে এসেছো । দরজা-জানলার কালাপাহাড় তুমি । "

ঠোঁট বেঁকালেন বরদাপ্রসন্ন , " টানের বাজার - ইনিও এখনই চলে যাবেন । কারও বাড়ির সর্বনাশ হবে আজ । "

" আরও আগে আসা উচিৎ ছিল । ছুতোর মিস্ত্রির বাজারে এমন আগুন লাগবে কি করে জানবো ? "

এবার সগতোক্তি করলেন , " আকবরকে দেখছি যেন ।

একখানা থান ইটের উপর বসে দাড়িওয়ালা আকবর আপন মনে বিড়ি খাচ্ছিল । দ্রুত তার দিকে এগিয়ে এসে বরদাপ্রসন্ন জিজ্ঞেস করলেন , " হাত খালি তো ? "

বিড়িতে একটান দিয়ে আকবর জিজ্ঞেস করলো , " পুরো দিনের কাজ তো ? "

এবার মুশকিলে পড়লেন বরদাপ্রসন্ন , " না বাবা , গোটা কয়েক দরজা জানলার ছিটকিনি লাগানো । হাফ্ ডের কাজ । "

অর্ধেক দিনের কাজে উৎসাহ দেখাচ্ছে না আকবর । তবে পুরানো পার্টি । তাই বললো , " হাত খালি থাকলে কোন এক সময় করে দিয়ে আসবো । " বরদাপ্রসন্ন সন্তুষ্ট হলেন না । সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়ে দিলেন , " সেবারেও তো বললি গত শনিবারে এসে ঠিক করে সেরে দিয়ে যাবি । "

" ছেলের অসুখ করেছিল । " বিড়িতে টান দিলো আকবর ।

মিষ্টি কথায় আকবরকে ভিজিয়ে কাজ হাসিল করবার জন্য বরদাপ্রসন্ন বললেন , " চল না চল , যাবি আর আসবি । ছেলে এখন কেমন আছে ? "

" বাঁচলো নি । কালই গোর দিয়ে এসেছি । " বিড়িতে সুদীর্ঘ একটা টান দিয়ে নিজের দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা করলো আকবর । তারপর উদাসভাবে বললো , " আজ ঠিক বাজারে চলে এসেছি । দিন মজুরের কি কাঁদবার সময় আছে , হুজুর ? "

কী উত্তর দেবেন বুঝতে পারছেন না হতভম্ব বরদাপ্রসন্ন । কিন্তু আকবর নিজেই উত্তর দিলো । " একটু দাঁড়ান হুজুর । কাছাকাছি কাজ না পেলে আপনার সঙ্গেই চলে যাবো । কাজ নিয়ে আজ বেশি দূরে যাবার ইচ্ছা নাই । "

মানুষের বাজার থেকে ফিরে এসে আকবরকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো । দশ এবং বাইশ নম্বর ঘরে অনেকগুলো দরজা জানলার কব্জা উধাও হয়ে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করেছে ।